যায়যায়দিন

তারিখ ... ২৩/৮/০৯ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ শিক্ষার্থীর জন্য আছেন মাত্র একজন শিক্ষক

ইসমত মর্জিদা ইতি চট্টগ্রাম

৪৬ জন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ১০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। শিশুশ্রম, দারিদ্র্য, অভিভাবকের অসচেতনতা, স্কুলের দূরত্ব, শিক্ষক সঙ্কট, দক্ষ শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাবে ইংরেজি ও অঙ্কে বাড়ছে দুর্বলতা। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিলে তা সফলতার মুখ দেখছে না চট্টগ্রাম মহানগরীতে। বাড়ছে শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা।

চট্টগ্রাম জেলায় ১০ হাজার ৬৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ১৫৬টি। মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ২২৭ জন। স্কুলভিত্তিক পৃথক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কোতোয়ালি থানাধীন সরকারি ন্যাশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৫০ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র নয়জন। একই থানার গুলজার বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০০ জনের জন্য আছেন মাত্র আটজন শিক্ষক। এ বছর মহানগরীতে শূন্যপদ পূরণের জন্য সহকারী শিক্ষক পদে ৯৮ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু তৈরি হয়নি প্রয়োজনীয় নতুন পদ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, নগরীর ছয়টি থানার মধ্যে ডাবলমুরিং থানার ৩৬টি স্কুলে ২০০৮ সালে ৫ম শ্রেণীতে এসে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতকরা ১০ ভাগ, কোতোয়ালিতে ৩০টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে এ হার ছিল ১৩ ভাগ, পাঁচলাইশে ১৯টি স্কুলে ঝরে পড়ার হার ১৩ ভাগ, চান্দগাঁওতে ৩৩টি স্কুলের মধ্যে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯ ভাগ, বন্দর থানায় ২৩টি স্কুলে ঝরে পড়ার হার ৮ ভাগ ও পাহাড়তলী ১৫টি স্কুলের মধ্যে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ।

ঝরে পড়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে জেলা থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেছেন, চট্টগ্রাম গার্মেন্ট ওরিয়েন্ট এলাকা হওয়ায় বাবা-মা কর্মক্ষেত্রে চলে গেলে ছেলেমেয়েরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বিশেষ করে চট্টগ্রাম শিল্পায়িত এলাকা হওয়ায় অর্থ উপার্জনের জন্য বাবা-মা শিশুদের ১৪ বছরের নিচেই কর্মজীবী করে তুলে। নগরীর আগ্রাবাদ মিস্ত্রিপাড়া, দেওয়ানহাট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, হালিশহর, পতেঙ্গা, বাকলিয়া, কালুরঘাট এলাকায় শিশুরা স্কুলে না গিয়ে ওয়েলডিং কিংবা গাড়ির গ্যারেজে কাজ করছে। দেওয়ানহাটের ইসলাম গ্যারেজে কর্মরত সিহাব জানায়, সে ক্লাস টু পর্যন্ত আবদুল হাকিম মিয়া স্কুলে পড়েছে। কিন্তু তার বাবা-মা স্কুল বাদ দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এদিকে স্কুলের দূরত্ব ছাত্রছাত্রীদের স্কুলবিমুখ করে ফেলে। বাবা-মা দুজনই কাজে যাওয়ায় ছোট ভাইবোনকে রাখার দায়িত্ব পড়ায় স্কুলে যেতে পারে না অনেক ছাত্রছাত্রী। পাথরঘাটার সেবক কলোনির সাবেত্রী সুধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ সমস্যার জন্য স্কুলে নিয়মিত হতে পারে না। এ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রমেশ জানায়, তার মা সকালে কাজে চলে যাওয়ায় তার কোলের ভাইটাকে তাকে রাখতে হয়। এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দাবি, তাদের স্কুলটা যেন ২টার পর থেকে হয়।

থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা আরো বলেছেন, শিক্ষক নিয়োগ পেলে ও বিষয়ভিত্তিক চাহিদা দেখে নিয়োগ হয় না প্রাথমিক শিক্ষকদের। ফলে নতুন নিয়োগ হওয়া শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যায়, ইংরেজি ও অঙ্কে দক্ষ শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা আরো বলেন, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার জন্য উপজেলা রিসার্চ সেন্টার ও পিটিআইতে সাতদিনের জন্য যে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে তার গুণগতমান প্রশ্নবিদ্ধ।